তর্কপন্থা ত্যাগপূর্ব্বক শ্রৌতপথাশ্রয়ে সকলকে অপ্রাকৃত চৈতন্যলীলা-শ্রবণার্থ গ্রন্থকারের অনুরোধ ঃ—

বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত ।
তর্ক না করিহ, তর্কে হবে বিপরীত ॥ ১৭১ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৭২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাসদণ্ডরূপ-শিক্ষা-নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

পাইয়া কলিকালের দুর্ব্বল জীব প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি জড়ীয় অপধর্ম্ম ও উপধর্ম্মকে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' জ্ঞান করিয়া নরকে পচিতে থাকিত, তাহাতে প্রভুর করুণার পরিচয় হইত না।

২। প্রচারকারী বৈষ্ণবাচার্য্যের আসন ও আচারকারী ভক্তের আসন কিরূপ হওয়া উচিত, এই দণ্ডপ্রদানোপলক্ষে প্রভু তাহা সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ দিলেন।

৩। শুদ্ধ, সরল ও নিষ্পাপজীবন হইয়া ভগবদ্ভক্তের যেরূপ গৌরকৈঙ্কর্য্য করা কর্ত্তব্য, মহাপ্রভু জীবকে সেইরূপ কৃষ্ণেতর-বিষয়ভোগ-ত্যাগরূপ 'বৈরাগ্য' শিক্ষা দিলেন।

৪। প্রভুর নিজভক্তগণের সুনির্ম্মল চরিত্র যে কত উচ্চ ও লোভনীয় আদর্শস্থল এবং (শুদ্ধ) সদ্ভক্তগণকে তিনি যে কিরূপ নিজজন-জ্ঞানে গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণেতর-বিষয়ানুরাগের ছায়াতে যে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা প্রভু প্রদর্শন করিলেন।

৫। হরিদাসের প্রতি প্রভুর দণ্ডবিধানরূপ অমন্দোদয়া দয়া এবং প্রভুর প্রতি হরিদাসের সেবাবুদ্ধি বা গাঢ় অনুরাগ কত অধিক পরিমাণে ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার সামান্য ত্রুটীও প্রভু সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রভুর গাঢ় অনুরাগের পাত্র হইতে বাঞ্ছা করিলে শুদ্ধভজনেচ্ছু ভক্তগণ সকলপ্রকার ঐহিক-ইন্দ্রিয়-সুখলালসা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবেন, নতুবা শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে গ্রহণ করেন না।

৬। কেহ প্রয়াগাদি বিষ্ণুতীর্থে দেহত্যাগ করিলে, অপরাধাদি মার্জ্জিত ও মুক্ত হইয়া তাহার সুকৃতি ও সদ্গতি লাভ হয়।

৭। লোকশিক্ষার জন্য নিজভক্ত হরিদাসকে গ্রহণ না করায় পরে তাঁহার মুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণরূপ সেবা স্বীকার করিয়া প্রভু নিজভক্ত বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

ইতি অনুভাষ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কথাসার—পুরুষোত্তমে কোন সুন্দরী ব্রাহ্মণ-যুবতীর একটী অতি সুন্দর পুত্র ছিল। তাহাকে প্রতিদিন মহাপ্রভুর নিকট আসিতে দেখিয়া দামোদর পণ্ডিত কহিলেন,—'বালককে আদর করিলে লোকে আপনার চরিত্রে সন্দেহ করিবে।' এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু একদিন দামোদরকে শ্রীনবদ্বীপে স্বীয় জননীর তত্ত্বাবধান-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং কহিলেন,—'আমি মাতার নিকট মধ্যে মধ্যে গিয়া ভোজন করি,—এই কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিও।' দামোদর মহাপ্রসাদাদি লইয়া নবদ্বীপে গেলেন। তদনন্তর একদিন মহাপ্রভু ব্রহ্ম-হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কলিকালে যবনসকল কিরূপে উদ্ধার পাইবে?" হরিদাস তাহাতে উচ্চসঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বলিয়া সকলেই যে নামাভাসে উদ্ধার পাইবে—এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। এইস্থলে ঠাকুরের পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিতে গিয়া কবিরাজ গোস্বামী বেনাপোলের বনে পাষণ্ড ব্রহ্মবন্ধু রামচন্দ্র-খাঁনের প্রেরিত বেশ্যা যে হরিদাসের কৃপায় উদ্ধার পাইয়াছিল, তাহার বিবরণ বলিলেন। বৈষ্ণব-অপরাধে এবং পরে নিত্যানন্দ প্রভুর অভিশাপে রামচন্দ্র খাঁনের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। বেনাপোল হইতে চাঁদপুরে আসিয়া হরিদাস বলরাম-আচার্য্যের গৃহে রহিলেন। অতঃপর হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদারের সভায় নামতত্ত্ব লইয়া হরিদাস ঠাকুর ও গোপাল চক্রবর্ত্তী-নামক আরিন্দা-ব্রাহ্মণের সহিত যে-সকল কথোপকথন হইয়াছিল এবং হরিদাসের প্রতি অপরাধ করায় গোপাল চক্রবর্ত্তী যে 'কুষ্ঠ-রোগরূপ' দণ্ড লাভ করিয়াছিল, তাহা বর্ণিত আছে। হরিদাস ঠাকুর চাঁদপুর হইতে শান্তিপুরে গিয়া আচার্য্যের গৃহে রহিলেন। তথায় মায়াদেবী ছলনা করিতে আসিয়া হরিদাসের কৃপায় কৃষ্ণনাম প্রাপ্ত হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্য-দেবং
শ্রীরাধা-কৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥১

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

এক বিধবা-ব্রাহ্মণীর মহাসৌভাগ্যবান্ সুন্দর তনয়ের প্রতি প্রভুর অহৈতুক কৃপা-স্নেহ ঃ—

পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া-ব্রাহ্মণকুমার ।
পিতৃশূন্য, মহাসুন্দর, মৃদুব্যবহার ॥ ৩ ॥
প্রভু-স্থানে নিত্য আইসে, করে নমস্কার ।
প্রভু-সনে বাত্ কহে, প্রভু—'প্রাণ' তার ॥ ৪ ॥

উহা দামোদর পণ্ডিতের অনভিপ্রেত ঃ—

প্রভুতে তাহার প্রীতি, প্রভু দয়া করে ।
দামোদর তার প্রীতি সহিতে না পারে ॥ ৫ ॥

দামোদরের নিষেধসত্ত্বেও ব্রাহ্মণ-কুমারের প্রভুর প্রতি অনুরাগ ঃ—

বার বার নিষেধ করে ব্রাহ্মণকুমারে ।
প্রভুরে না দেখিলে সেই রহিতে না পারে ॥ ৬ ॥

বালসুলভধর্ম্মবশে স্নেহময় প্রভুসমীপে তাহার প্রত্যহ আগমন ঃ—

নিত্য আইসে, প্রভু তারে করে মহাপ্রীত ।
যাঁহা প্রীতি তাঁহা আইসে,—বালকের রীত ॥ ৭ ॥

দামোদরের উভয় সঙ্কট ঃ—

তাহা দেখি' দামোদর দুঃখ পায় মনে ।
বলিতে না পারে, বালক নিষেধ না মানে ॥ ৮ ॥

একদিন প্রভুর নিকট হইতে বালকের স্ব-স্থানে প্রস্থান ঃ—

আর দিন সেই বালক প্রভু-স্থানে আইলা ।
গোসাঞি তারে প্রীতি করি' বার্ত্তা পুছিলা ॥ ৯ ॥
কতক্ষণে সে বালক উঠি' যবে গেলা ।
সহিতে না পারে, দামোদর কহিতে লাগিলা ॥ ১০ ॥

অধৈর্য্য দামোদরের অনুযোগ ও প্রভুর কার্য্যের সমালোচনা ঃ—

"অন্যোপদেশে পণ্ডিত", কহে গোসাঞির ঠাঞি ।
'গোসাঞি' 'গোসাঞি' এবে জানিমু 'গোসাঞি' ॥১১॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫। দামোদর—পণ্ডিত-দামোদর।

১১। দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে কহিতেছেন,—"আপনি অন্যকে উপদেশ প্রদান করিবার বেলায় 'পণ্ডিত' হন, এবং সকলে আপনাকে 'গোসাঞি' 'গোসাঞি' (আচার্য্য) বলে ; এইবার জানা যাইবে, আপনি কিরূপে 'গোসাঞি' থাকেন।

১৫। রাণ্ডী—বিধবা।

এবে গোসাঞির গুণ সব লোকে গাইবে ।
গোসাঞি-প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হইবে ॥" ১২ ॥

প্রভুকে মর্য্যাদা দেখাইয়া দামোদরের ভর্ৎসনা ও শাসন ঃ—

শুনি' প্রভু কহে,—"ক্যা কহ, দামোদর ?"
দামোদর কহে,—"তুমি স্বতন্ত্র 'ঈশ্বর' ॥ ১৩ ॥
স্বচ্ছন্দে আচার কর, কে পারে বলিতে ?
মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে ॥ ১৪ ॥
পণ্ডিত হঞা মনে কেনে বিচার না কর ?
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর ?? ১৫ ॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী ।
তথাপি তাহার দোষ—সুন্দরী যুবতী ॥ ১৬ ॥
তুমিহ—পরম যুবা, পরম সুন্দর ।
লোকের কাণাকাণি-বাতে দেহ অবসর ॥" ১৭ ॥

দামোদরের বাক্যদণ্ড-শ্রবণে প্রভুর মনে মনে বিচার ঃ—

এত বলি' দামোদর মৌন হইলা ।
অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাসি' বিচারিলা ॥ ১৮ ॥
"ইহারে কহিয়ে শুদ্ধপ্রেমের তরঙ্গ ।
দামোদর-সম মোর নাহি 'অন্তরঙ্গ' ॥" ১৯ ॥
এতেক বিচারি' প্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা ।
আর দিনে দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা ॥ ২০ ॥

নবদ্বীপে শচীমাতার রক্ষণাবেক্ষণার্থ পণ্ডিতকে প্রেরণ ঃ—

প্রভু কহে,—"দামোদর, চলহ নদীয়া ।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা ॥ ২১ ॥

দামোদরকে প্রভুর ব্যাজস্তুতি ঃ—

তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি আন ।
আমাকেহ যাতে তুমি কৈলা সাবধান ॥ ২২ ॥
তোমা সম 'নিরপেক্ষ' নাহি মোর গণে ।
'নিরপেক্ষ' নহিলে 'ধর্ম্ম' না যায় রক্ষণে ॥ ২৩ ॥
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয় ।
আমারে করিলা দণ্ড, আন কেবা হয় ॥ ২৪ ॥
মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে ।
তোমার আগে নাহি কার স্বচ্ছন্দাচরণে ॥ ২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩। ধর্ম্মরক্ষকগণ নিরপেক্ষ হইবেন, অর্থাৎ কোনপ্রকার লোকাপেক্ষার দ্বারা ধর্ম্মকে কুণ্ঠিত হইতে দিবেন না।

অনুভাষ্য

১। অন্ত্য ২য় পঃ ১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৪। যে না হয়, সে,—যে নিরপেক্ষত্ব রক্ষিত হয় না, তাহা।

মধ্যে মধ্যে আসিবা কভু আমার দরশনে।
শীঘ্র করি' পুনঃ তাঁহা করহ গমনে ॥ ২৬ ॥

প্রভুর সুখ বর্ণনপূর্ব্বক শুদ্ধগৌর-স্নেহবাৎসল্যময়ী শচীমাতার তুষ্টিবিধানার্থ আদেশ ঃ—

মাতারে কহিহ মোর কোটী নমস্কারে।
মোর সুখ-কথা কহি' সুখ দিহ' তাঁরে ॥ ২৭ ॥
'নিরন্তর নিজ-কথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি' প্রভু মোরে পাঠাইলা ইঁহাতে ॥' ২৮ ॥
এত কহি' মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইহ।
আর গুহ্যকথা তাঁরে স্মরণ করাইহ ॥ ২৯ ॥

মাতৃগৃহে প্রভুর আবির্ভাব ও ভোজনলীলা ঃ—

'বারে বারে আসি' আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে ॥ ৩০ ॥
ভোজন করিয়ে আমি, তুমি তাহা জান।
বাহ্য করিতে তাহা স্ফূর্ত্তি করি' মান ॥ ৩১ ॥

মাতার প্রত্যয়োৎপাদনার্থ এক দিবসের ঘটনা বর্ণন ঃ—

এই মাঘ-সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা।
নানা ব্যঞ্জন, ক্ষীর, পিঠা, পায়স রান্ধিলা ॥ ৩২ ॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাঞা যবে কৈলা ধ্যান।
আমার স্ফূর্ত্তি হৈল, অশ্রু ভরিল নয়ন ॥ ৩৩ ॥
আস্তে-ব্যস্তে আমি গিয়া সকলি খাইল।
আমি খাই, দেখি' তোমার সুখ উপজিল ॥ ৩৪ ॥
ক্ষণেকে অশ্রু মুছিয়া শূন্য দেখি পাত।
স্বপ্ন দেখিলুঁ, 'যেন নিমাঞি খাইল ভাত' ॥ ৩৫ ॥
বাহ্য বিরহ-দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল।
'ভোগ না লাগাইলুঁ',—এই জ্ঞান হৈল ॥ ৩৬ ॥
পাকপাত্রে দেখিলা সব অন্ন আছে ভরি'।
পুনঃ ভোগ লাগাইলা স্থান-সংস্কার করি' ॥ ৩৭ ॥

শচীমাতার শুদ্ধ গৌরবাৎসল্য প্রেম ঃ—

এইমত বার বার করিয়ে ভোজন।
তোমার শুদ্ধপ্রেমে মোরে করে আকর্ষণ ॥ ৩৮ ॥

প্রভুর অতুলনীয় মাতৃভক্তিসূচক বাক্য ঃ—

তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে।
নিকটে লঞা যাও আমা তোমার প্রেমবলে ॥ ৩৯ ॥
এইমত বার বার করাইহ স্মরণ।
মোর নাম লঞা তাঁর বন্দিহ চরণ ॥" ৪০ ॥
এত কহি' জগন্নাথের প্রসাদ আনাইলা।
মাতাকে, বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্ পৃথক্ কৈলা ॥ ৪১ ॥

দামোদরের নবদ্বীপে আগমন এবং শচী ও অদ্বৈতাদি ভক্তকে আনীত মহাপ্রসাদ-দান ঃ—

তবে দামোদর চলি' নদীয়া আইলা।
মাতারে মিলিয়া তাঁর চরণে রহিলা ॥ ৪২ ॥
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিলা।
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা, পণ্ডিত তাহা আচরিলা ॥ ৪৩ ॥

নবদ্বীপে দামোদরের কঠোর শাসনদ্বারা মর্য্যাদা-সংস্থাপন, সকলেরই ভীতি ঃ—

দামোদর-আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তা'র ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার ॥ ৪৪ ॥
প্রভুগণে যাঁ'র দেখে অল্প মর্য্যাদা-লঙ্ঘন।
বাক্যদণ্ড করি' করে মর্য্যাদা-স্থাপন ॥ ৪৫ ॥

দামোদরের বাক্যদণ্ড-বৃত্তান্ত শ্রবণে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি-বাঞ্ছারূপ কৈতব ও অপরাধ নাশ ঃ—

এই ত' কহি দামোদরের বাক্যদণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাগে 'অজ্ঞান পাষণ্ড' ॥ ৪৬ ॥

মহাগভীর-রহস্যময়ী চৈতন্যলীলা ঃ—

চৈতন্যের লীলা—গম্ভীর, কোটিসমুদ্র হৈতে।
কি লাগি' কি করে, কেহ না পারে বুঝিতে ॥ ৪৭ ॥
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি ॥ ৪৮ ॥

প্রভু-হরিদাস-সংবাদ ; প্রভুর প্রশ্নে হরিদাসের উত্তর ঃ—

একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাঁহা লঞা গোষ্ঠী করি' তাঁহারে পুছিলা ॥ ৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১। জগতে যখন তোমার বহির্দৃষ্টি হয়, তখন তোমার মনে,—'নিমাঞি আমার স্মরণপথে আসিয়াছিল'—এইরূপ স্ফূর্ত্তিমাত্র হয় বটে ; কিন্তু সত্যই আমি তোমার নিকট গিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করি।

অনুভাষ্য

৩১। পাঠান্তরে, "বাহ্য বিরহে.....মান"—পরবর্ত্তী ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; বহির্দৃষ্টিতে বিরহহেতু তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ না দেখিলেও আমার ভোজন-লীলা-সন্দর্শনে গভীর বাৎসল্য-প্রেমভরে যেন আমাকে সাক্ষাদ্ভাবেই অনুভব করিতেছ বলিয়া ভ্রম কর।

৪৬। ভাগে—পলায়ন করে।

৪৯। পাঠান্তরে এস্থলে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়,—'দামোদরাদ্ বাক্যদণ্ডমঙ্গীকৃত্য দয়ানিধিঃ। গৌরঃ স্বাং হরিদাসাস্যাদ্-গূঢ়-লীলামথাশৃণোৎ।।"*

---

* *দয়ানিধি শ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীদামোদর পণ্ডিতের নিকট হইতে বাক্যদণ্ড অঙ্গীকার করিয়া অনন্তর শ্রীহরিদাস-মুখ হইতে নিজ-গূঢ়লীলা শ্রবণ করিলেন।*

প্রভুকর্ত্তৃক হরিদাসকে কলিযুগে সুদুরাচার অন্ত্যজাদির উদ্ধারের উপায়-জিজ্ঞাসা ঃ—

"হরিদাস, কলিকালে যবন অপার ।
গো-ব্রাহ্মণে হিংসা করে মহা-দুরাচার ॥ ৫০ ॥
ইহা সবার কোন্ মতে হইবে নিস্তার ?
তাহার হেতু না দেখিয়ে,—এ দুঃখ অপার ॥" ৫১ ॥

হরিদাসের উত্তর ; নামাভাসের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ঃ—

হরিদাস কহে,—"প্রভু, চিন্তা না করিহ ।
যবনের সংসার দেখি' দুঃখ না ভাবিহ ॥ ৫২ ॥
যবনসকলের মুক্তি হবে অনায়াসে ।
'হা রাম, হা রাম' বলি' কহে নামাভাসে ॥ ৫৩ ॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে,—'হা রাম, হা রাম' ।
যবনের ভাগ্য দেখ, লয় সেই নাম ॥ ৫৪ ॥

নামাভাসের অতুল প্রভাব ঃ—

যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে হয় নামাভাস ।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ ॥ ৫৫ ॥

নৃসিংহ-পুরাণ-বচন—

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ৫৬ ॥

অজামিলের পুত্রনাম-সঙ্কেতে নামাভাস ঃ—

অজামিল পুত্রে বোলায় বলি' 'নারায়ণ' ।
বিষ্ণুদূত আসি' ছাড়ায় তাহার বন্ধন ॥ ৫৭ ॥

'হা রাম'-উচ্চারণে নামাভাস ঃ—

'রাম' দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত ।
প্রেমবাচী 'হা'-শব্দ তাহাতে ভূষিত ॥ ৫৮ ॥

নামের অতুল তেজ ঃ—

নামের অক্ষর-সবের এই ত' স্বভাব ।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন-প্রভাব ॥ ৫৯ ॥

দশাপরাধশূন্য নামাভাসের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-ফলেই অনর্থ-ক্ষয় ; নামাপরাধে—অনর্থনিবৃত্তি ও প্রেমের ব্যাঘাত ঃ—

পদ্মপুরাণ-বচন—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত-রহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্ ।
তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥ ৬০ ॥

নামাভাসে সর্ব্বানর্থনিবৃত্তি ঃ—

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপক্ষয় ।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৬। কোন ম্লেচ্ছ কোন দংষ্ট্রী বরাহকর্ত্তৃক দন্তাঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঘৃণাপূর্ব্বক 'হারাম', 'হারাম' এই শব্দ বলিয়াও মরণ-সময়ে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। 'হারাম'-শব্দে 'হা রাম' এই সাঙ্কেতিক 'রাম' শব্দ থাকায়, সেই ম্লেচ্ছ নামসঙ্কেতে (নামাভাস-বলে) উদ্ধার পাইয়া গেল। শ্রদ্ধা করিয়া 'রাম'-নাম লইলে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না।

অনুভাষ্য

৫৬। দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতঃ (দংষ্ট্রী বরাহঃ তস্য দংষ্ট্রয়া দশনেন আহতঃ যঃ সঃ) ম্লেচ্ছঃ (যবনঃ) 'হারাম' ইতি (যাবনিক-ভাষায়াম্ অস্পৃশ্যত্বজ্ঞাপকং শব্দবিশেষং) পুনঃ পুনঃ উক্ত্বা অপি মুক্তিং (নামাভাসবলেন ভববন্ধনাৎ মোচনম্) আপ্নোতি (আপ) ; শ্রদ্ধয়া গৃণন্ [নাম্নঃ বলেন] কিং পুনঃ [বক্তব্যম্]?

৫৯। ব্যবহিত—এস্থলে, বর্ণ বা অক্ষরগত ব্যবধান অথবা তত্ত্বগত ব্যবধান উদ্দিষ্ট হয় নাই, কেননা, তাদৃশ জড়ীয় ব্যবধান —শ্রদ্ধাহীন জীবের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা জড়ভোগপর প্রবৃত্তি হইতে জাত, সুতরাং তাহা শুদ্ধনাম নহে, জড়ীয় শব্দ বা অক্ষর-সমষ্টিমাত্র ; উহা শুদ্ধনামোচ্চারণ-ফলের অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকমাত্র ; পক্ষান্তরে এস্থলে সেবোন্মুখ ব্যক্তির অস্ফুট বা খণ্ড আংশিক নামোচ্চারণরূপ ব্যবধানই উদ্দিষ্ট হইয়াছে, যেহেতু তৎসত্ত্বেও শ্রীনামপ্রভু সেবোন্মুখ ব্যক্তির শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে আপন-প্রভাব অর্থাৎ অনর্থক্ষয় ও প্রেমোদয়রূপ ফলদানশক্তি প্রকটিত করেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬০। যাঁহার মুখে একটী হরিনাম উদিত, স্মরণপথগত বা শ্রোত্রমূল-প্রাপ্ত হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক বা ব্যবধানযুক্ত অশুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক, ব্যবধানরহিতই হউক অথবা খণ্ডো-চ্চারিতই হউক, নামগ্রহীতাকে অবশ্যই উদ্ধার করিবে। হে বিপ্র, নামের এইরূপ মাহাত্ম্য বটে, কিন্তু যদি সেই নামাক্ষর দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ ইত্যাদি পাষাণস্বরূপ অপরাধমধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র-ফলজনক হয় না অর্থাৎ নামাপরাধনিবৃত্তির যে উপায় আছে, তাহা অবলম্বন না করিলে নামাপরাধ দূর হয় না। ('লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে' এইরূপ পাঠও আছে)।

অনুভাষ্য

৬০। হে বিপ্র, একং নাম (কৃষ্ণনাম) যস্য (সুকৃতিনঃ) বাচি (উচ্চারিতং) স্মরণপথগতং (স্মৃতমিত্যর্থঃ) শ্রোত্রমূলং গতং (আকর্ণিতং) বা, শুদ্ধবর্ণং অশুদ্ধবর্ণং বা, ব্যবহিতরহিতং (ব্যবহিতানি ব্যবধানানি দশনামাপরাধরূপাণি অন্তরাণি তৈঃ রহিতং শূন্যং নিরন্তরমিতি যাবৎ ; যদ্বা, ব্যবহিতং তদ্রহিতং চ ; তত্র 'ব্যবহিতং' শব্দান্তরেণ অক্ষরান্তরেণ ভাবান্তরেণ বা অন্ত-রিতং, 'তদ্রহিতং' কেনচিদংশেন হীনম্ অপি) বা [সৎ, তাদৃশো-চ্চারণকারিণং] তারয়তি (উদ্ধারয়তি) এব [ইতি] সত্যম্ ; চেৎ

নামাভাসে মহাপাতক-নাশ ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।১০৩)—

তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধা-রজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্ ।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্ ॥ ৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬২। হে গুণনিধি, তুমি পরমপাবন উত্তমঃশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধামূলক মতির সহিত অতিশয়-শীঘ্র সরলভাবে ভজন কর ; কেননা, তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাসও অন্তঃকরণে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করে।

অনুভাষ্য

(যদি) তৎ (নাম) দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে ('দেহঃ' নশ্বরং কুণপং, 'দ্রবিণং' ধনং, 'জনতা' আভিজনস্য, স্ত্রীজনস্য লোকসংগ্রহমূলায়াঃ প্রতিষ্ঠায়াঃ বা স্পৃহা, 'লোভ' অসতি বহিরর্থে লৌল্যং, জিহ্বালাম্পট্যং বা, 'পাষণ্ডঃ' হরিগুরুবৈষ্ণবাবজ্ঞারূপঃ অপরাধঃ,—এতেষু মধ্যে) নিক্ষিপ্তং (বিন্যস্তং, নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-কামনায়ৈ প্রযুক্তং অনুশীলিতং বা তদা) অত্র (ইহলোকে) [তুচ্ছ-ফলপ্রদত্বাৎ] শীঘ্রং (সদ্যঃ) ফলজনকং (পরমফলপ্রদং) ন স্যাৎ (ন ভবেৎ)।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১১শ বিঃ ২৮৯ সংখ্যায় দিগ্‌দর্শিনী-টীকায় শ্রীসনাতন প্রভু—'বাচি গতং প্রসঙ্গাদ্ বাঙ্মধ্যে প্রবৃত্তমপি, স্মরণপথগতং কথঞ্চিন্মনঃস্পৃষ্টমপি, শ্রোত্রমূলং গতং কিঞ্চিৎ শ্রুতমপি, শুদ্ধবর্ণং বা অশুদ্ধবর্ণমপি বা, 'ব্যবহিতং' শব্দান্তরেণ যদ্ব্যবধানং, বক্ষ্যমাণ-নারায়ণ-শব্দস্য কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং প্রসঙ্গা-দাপতিতং শব্দান্তরং তেন রহিতং সৎ ; যদ্বা, যদ্যপি 'হলং রিক্তম্' ইত্যাদুক্তৌ হকার-রিকারয়োর্বৃত্ত্যা হরীতি নামাস্ত্যেব, তথা 'রাজ-মহিষী' ইত্যত্র রাম-নামাপি, এবমন্যদপ্যূহ্যম্ ; তথাপি তত্তন্নাম-মধ্যে ব্যবধায়কমক্ষরান্তরমস্তীত্যেতাদৃশ-ব্যবধানরহিতমিত্যর্থঃ। যদ্বা, ব্যবহিতঞ্চ তদ্রহিতঞ্চাপি বা তত্র 'ব্যবহিতং—নাম্নঃ কিঞ্চিদু-চ্চারণানন্তরং কথঞ্চিদাপতিতং শব্দান্তরং সমাধায় পশ্চান্নামা-বশিষ্টাক্ষরগ্রহণমিত্যেবং রূপং, মধ্যে শব্দান্তরেণান্তরিতমিত্যর্থঃ, 'রহিতং' পশ্চাদবশিষ্টাক্ষরগ্রহণবর্জ্জিতং, কেনচিদংশেন হীন-মিত্যর্থঃ। তথাপি তারয়ত্যেব, সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যোঽপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদপ্যুদ্ধারয়ত্যেবেতি সত্যমেব। কিন্তু নামসেবনস্য মুখ্যং যৎ ফলং, তন্ন সদ্যঃ সম্পদ্যতে। তথা দেহভরণাদ্যর্থমপি নাম-সেবনেন মুখ্যং ফলমাশু ন সিদ্ধ্যতীত্যাহ—তচ্চেদিতি। তন্নাম চেৎ যদি দেহাদিমধ্যে নিক্ষিপ্তং, দেহভরণাদ্যর্থমেব বিন্যস্তং, তদাপি ফলজনকং ন ভবতি কিম্? অপি তু ভবত্যেব, কিন্তু অত্র ইহলোকে শীঘ্রং ন ভবতি, কিন্তু বিলম্বেনৈব ভবতীত্যর্থঃ।*

মধ্য, ১৬পঃ ৭২ সংখ্যার অনুভাষ্য এবং ভক্তিসন্দর্ভে ২৬৫ সংখ্যায় শ্রীজীবপ্রভুকর্ত্তৃক এই শ্লোকের কারিকা দ্রষ্টব্য।

৬২। হে গুণনিধে, যন্নামভানোঃ (যস্য ভগবতঃ নাম এব ভানুঃ ভাস্করঃ তস্য নামরূপিণঃ সূর্য্যস্য) আভাসঃ (অপরাধরূপ-তমোঽতীতঃ ঈষৎ প্রকাশঃ) অন্তঃকরণকুহরে (চিত্তগহ্বরে) প্রোদ্যন্ (প্রকটয়ন্) মহাপাতকধ্বান্তরাশিং (মহাপাতকম্ এব ধ্বান্তং তস্য রাশিম্ অন্ধকারততিং) হন্ত ক্ষপয়তি (দূরীকরোতি), তং পাবনানাং পাবনং (পবিত্রী কুর্ব্বতাং তীর্থানাম্ অপি পাবনং পাবিত্র্যকরম্) উত্তমঃশ্লোকমৌলিম্ (উৎ উদ্‌গচ্ছতি তমঃ যস্মাৎ তথাভূতঃ শ্লোকঃ কীর্ত্তিঃ যেষাং তেষাং মৌলিং শিরোভূষণং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) শ্রদ্ধা-রজ্যন্মতিঃ (শ্রদ্ধয়া সুদৃঢ়বিশ্বাসেন রজ্যন্তী উল্লসন্তী রাগময়ী মতিঃ বুদ্ধিঃ যস্য তথাভূতঃ সন্) অতিতরাং (শীঘ্রং) নির্ব্ব্যাজং (নিষ্কপটং যথা স্যাত্তথা) ভজ।

৬৩। মৃত্যুকালে সঙ্কেত-নামাভাসফলে পাপমুক্ত অজামিলের পুনর্জীবন-লাভানন্তর নির্ব্বেদের সহিত শ্রীহরির আরাধনা-ফলে বৈকুণ্ঠে গমন বর্ণন করিয়া শুকদেব অধ্যায়-শেষে পরীক্ষিৎকে প্রসঙ্গক্রমে নামাভাস ও শুদ্ধনামের মাহাত্ম্য-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—

অজামিলঃ ম্রিয়মাণঃ (মৃত্যুমুখাসীনঃ অবশত্বেন শ্রদ্ধা-বিহীনোঽপি) পুত্রোপচারিতং (নারায়ণেতি পুত্র-নামতয়া কথিতং)

নামাভাসে মুক্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।২।৪৯)—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্ ।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকের অর্থ ঃ—

নামাভাসে 'মুক্তি' হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি ।
শ্রীভাগবতে তা'তে অজামিল—সাক্ষী ॥" ৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৩। পুত্রোপচারে হরিনাম গ্রহণ করিয়াই মুমূর্ষু অজামিল যখন বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল, তখন, শ্রদ্ধা করিয়া নাম লইলে যে কি হয়, বলা যায় না (বৈকুণ্ঠগমনের ত' কথাই নাই)।

অনুভাষ্য

** শ্রীনাম 'বাচি গতং' অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে জিহ্বা-মধ্যে প্রবৃত্ত হইলেও, 'স্মরণপথগতং' অর্থাৎ কোনরূপে মনঃস্পৃষ্ট হইলেও, 'শ্রোত্রমূলং গতং' অর্থাৎ কিঞ্চিৎ শ্রুত হইলেও, শুদ্ধবর্ণ বা অশুদ্ধবর্ণ হইলেও এবং 'ব্যবহিতরহিতং'—ব্যবহিত অর্থাৎ শব্দান্তর-দ্বারা যে-ব্যবধান, যেমন, বক্ষ্যমান 'নারায়ণ'-শব্দের কিঞ্চিৎ উচ্চারণের পর প্রসঙ্গক্রমে আগত যে অন্য শব্দ, সেইরূপ ব্যবধান-রহিত হইয়া, অথবা—যদিও 'হলং রিক্তম্', এইপ্রকার উক্তিতে 'হ'-কার ও 'রি'-কার এই দুইয়ের বৃত্তিদ্বারা 'হরি', এই নাম হইয়া থাকে, সেইপ্রকার 'রাজমহিষী'—এস্থলে 'রাম'-নামও হইয়া থাকে,*

প্রভুর হর্ষবৃদ্ধি ও পুনঃ প্রশ্ন ঃ—

শুনিয়া প্রভুর সুখ বাড়য়ে অন্তরে।
পুনরপি ভঙ্গী করি' পুছয়ে তাঁহারে ॥ ৬৫ ॥

স্থাবর-জঙ্গম-জীবোদ্ধারের উপায়-জিজ্ঞাসা ঃ—

"পৃথিবীতে বহুজীব—স্থাবর-জঙ্গম।
ইহা সবার কি-প্রকারে হইবে মোচন?" ৬৬ ॥

হরিদাসের উত্তর ঃ—

হরিদাস কহে,—"প্রভু, সে কৃপা তোমার।
স্থাবর-জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার ॥ ৬৭ ॥

স্থাবর ও জঙ্গম, উভয়বিধ জীবের উচ্চনাম-সঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণ-প্রভাব-বর্ণন ঃ—

তুমি যে করিয়াছ এই উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয়ত' শ্রবণ ॥ ৬৮ ॥
শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসার-ক্ষয়।
স্থাবরের শব্দ লাগে, প্রতিধ্বনি হয় ॥ ৬৯ ॥
'প্রতিধ্বনি' নহে, সেই করয়ে 'কীর্ত্তন'।
তোমার কৃপার এই অকথ্য কথন ॥ ৭০ ॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম ॥ ৭১ ॥

প্রভুর লীলা হইতে উচ্চসঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণের দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন ঃ—

যৈছে কৈলা ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে।
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য কহিয়াছেন আমাতে ॥ ৭২ ॥

বাসুদেব জীব লাগি' কৈল নিবেদন।
তবে অঙ্গীকার কৈলা জীবের মোচন ॥ ৭৩ ॥

জগদ্গুরু আচার্য্যরূপে নাম-প্রেম প্রচারদ্বারা প্রভুর জীবোদ্ধারলীলা-রহস্যোদঘাটন ঃ—

জগৎ নিস্তারিতে তোমার অবতার।
ভক্তভাব আগে তা'তে কৈলা অঙ্গীকার ॥ ৭৪ ॥
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন তা'তে করিলা প্রচার।
'স্থির'-'চর' জীবের খণ্ডাইলা সংসার ॥" ৭৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক জীবগণের মুক্তি-লাভানন্তর ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"সব জীব মুক্তি যবে পাবে।
এই ত' ব্রহ্মাণ্ড তবে জীবশূন্য হবে!!" ৭৬ ॥

হরিদাসের উত্তর ; প্রভুর কৃপায় তৎপ্রকটকালীয় সর্ব্বজীবের উদ্ধারান্তে পুনরায় কারণোদশায়ি-মহাবিষ্ণু-প্রকটিত জীবদ্বারা জগদ্ব্যাপ্তি ঃ—

হরিদাস বলে,—"তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাবৎ স্থাবর-জঙ্গম, সর্ব্ব জীব-জাতি ॥ ৭৭ ॥
সব মুক্ত করি' তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবা।
সূক্ষ্মজীবে পুনঃ কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবা ॥ ৭৮ ॥
সেই জীব হবে ইঁহা স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্ব-সম ॥ ৭৯ ॥

পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্রের জীবোদ্ধার-লীলার দৃষ্টান্ত ঃ—

পূর্ব্বে যেন রঘুনাথ সব অযোধ্যা লঞা।
বৈকুণ্ঠকে গেলা, অন্যজীবে অযোধ্যা ভরাঞা ॥ ৮০ ॥

অনুভাষ্য

হরেঃ নাম গৃণন্ (উচ্চারয়ন্) ধাম (বৈকুণ্ঠপদং) অগাৎ (জগাম), শ্রদ্ধয়া (অপ্রাকৃত-দৃঢ়বিশ্বাসেন সহ তৎ নাম) গৃণন্ [সৎ] কিমুতঃ (কিং বক্তব্যম্)?

৬৮। উচ্চকীর্ত্তনের প্রভাব—শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৬শ অঃ, ২৭৭-২৯১ সংখ্যায় এবং প্রভুকর্ত্তৃক সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তন—(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৭৬ সংখ্যা ও মধ্য ১১শ পঃ ৯৭-৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭২। মধ্য ১৭শ পঃ ২৪-৫৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৩। মধ্য ১৫শ পঃ ১৫৯-১৭৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৮। হে প্রভো, তুমি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া যত জীবের সহিত সম্বন্ধ করিলে, সকলেই উদ্ধার পাইবে। এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড যদিও উদ্ধার পাইয়া যায়, তথাপি অনন্ত সূক্ষ্ম জীবকে কর্ম্মক্ষেত্রে পুনরায় উদ্বুদ্ধ করিবে ; এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড পুনরায় জীবসমূহদ্বারা পরিপূরিত হইবে।

অনুভাষ্য

৭৫। স্থির-চর—স্থাবর ও জঙ্গম।

৮০। রামায়ণে (বঙ্গবাসী সংস্করণ) উত্তরকাণ্ডে ১২২ সর্গে ২১-২২ শ্লোকে এবং ১২৩ সর্গ দ্রষ্টব্য।

এইপ্রকার অকথিত অপর যে-সকল নাম হইয়া থাকে, তথাপি সেই সেই নাম-মধ্যে ব্যবধায়ক যে অন্য অক্ষর বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাদৃশ ব্যবধান-রহিত—এই অর্থ ; অথবা 'ব্যবহিতরহিতং'-অর্থে—ব্যবহিত এবং তদ্‌রহিত, এইরূপ অর্থও হইয়া থাকে—সেক্ষেত্রে 'ব্যবহিত'-অর্থস্থলে নামের কিঞ্চিৎ উচ্চারণের পর কোনওপ্রকারে আগত অন্য শব্দ সমাধা করিয়া পশ্চাৎ নামের অবশিষ্ট অক্ষর গ্রহণ, এইপ্রকার ব্যবধানযুক্ত-রূপ অর্থাৎ শব্দান্তরদ্বারা অন্তরিত (ব্যবহিত) এই অর্থ, এবং 'তদ্রহিত' অর্থে—নামের অবশিষ্ট যে অক্ষর, তাহার গ্রহণবর্জ্জিত অর্থাৎ কোন অংশে হীন (কম), এই অর্থ ; তথাপি উক্ত নাম 'তারয়ত্যেব' অর্থাৎ সর্ব্ব পাপ হইতে এবং অপরাধ হইতে এমনকি সংসার হইতেও উদ্ধার করিয়া থাকে—ইহা সত্যই ; কিন্তু নামসেবনের যে মুখ্যফল, তাহা শীঘ্র সম্পাদিত হয় না। তথা, দেহভরণাদির জন্য নামসেবনদ্বারা মুখ্যফল আশু সিদ্ধ হয় না, —ইহাই বলা হইতেছে 'তচ্চেদ্' ইত্যাদি অংশে। সেই নাম যদি দেহাদি-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ দেহভরণাদির জন্যই বিন্যস্ত (রচিত) হয়, তাহা হইলেও কি তাহা ফলজনক হয় না? নিশ্চয়ই হয়, তবে 'অত্র' অর্থাৎ ইহলোকে, শীঘ্র হয় না, কিন্তু বিলম্বেই হইয়া থাকে—এই অর্থ।

অবতরি' তুমি ঐছে পাতিয়াছ হাট।
কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গূঢ় নাট ॥ ৮১ ॥

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের জীবোদ্ধার-লীলার দৃষ্টান্ত ঃ—

পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি' অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড-জীবের খণ্ডাইলা সংসার ॥ ৮২ ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডোদ্ধারণ-সামর্থ্য ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।১৬)—

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ ৮৩ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৪।১৫।১৭)—

অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাখিল-সুরাসুরাদিদুর্ল্লভং ফলং প্রযচ্ছতি, কিমুত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্ ইতি ॥

প্রভুর প্রকটকালে সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবেরই উদ্ধার ঃ—

তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি' অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড-জীবের করিলা নিস্তার ॥ ৮৫ ॥

হরিদাসের দৈন্য ঃ—

যে কহে,—'চৈতন্য-মহিমা মোর গোচর হয়।'
সে জানুক, মোর পুনঃ এই ত' নিশ্চয় ॥ ৮৬ ॥
তোমার যে লীলা মহা-অমৃতের সিন্ধু।
মোর মনোগোচর নহে তার একবিন্দু ॥" ৮৭ ॥

ভক্তের ভগবল্লীলা-রহস্যোদ্‌ঘাটন-ক্ষমতায় ভগবানেরও বিস্ময় ঃ—

এত শুনি' প্রভুর মনে চমৎকার হৈল।
'মোর গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল?' ৮৮ ॥

প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

মনের সন্তোষে তাঁ'রে কৈলা আলিঙ্গন।
বাহ্য প্রকাশিতে এসব করিলা বর্জ্জন ॥ ৮৯ ॥

ভক্তের বশ ভগবান্ ঃ—

ঈশ্বর-স্বভাব,—ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে।
ভক্ত-ঠাঞি লুকাইতে নারে, হয় ত' বিদিতে ॥ ৯০ ॥

ভক্তের নিকট অজিতও জিত, বৈকুণ্ঠও পরিমেয় ঃ—

আলবন্দারু বা শ্রীযামুনাচার্য্য-কৃত-স্তোত্ররত্নে (১৮)—

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ৯১ ॥

প্রভুকর্তৃক হরিদাসের প্রশংসা ঃ—

তবে মহাপ্রভু নিজভক্ত-পাশে যাঞা।
হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হঞা ॥ ৯২ ॥

ভক্তগুণ-কীর্ত্তনকারী ভগবান্ ঃ—

ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাড়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণ-শ্রেষ্ঠ তা'তে শ্রীহরিদাস ॥ ৯৩ ॥

ঠাকুর হরিদাসের অনন্ত গুণরাশি ঃ—

হরিদাসের গুণগণ—অসংখ্য, অপার।
কেহ কোন অংশে বর্ণি' নাহি পায় পার ॥ ৯৪ ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঠাকুরের গুণ আংশিক বর্ণিত ঃ—

চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাস।
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৩। যাঁহা হইতে এই স্থাবরাস্থাবর জগৎ সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হয়, জন্মরহিত ভগবান্ যোগেশ্বর সেই কৃষ্ণের কার্য্যে এইরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই।

৮৪। এই ভগবান্ দ্বেষানুবন্ধের সহিত দৃষ্ট, কীর্ত্তিত বা সংস্মৃত হইলেও যখন অখিল সুরাসুরাদির দুর্ল্লভ ফল দিয়া থাকেন, তখন সম্যক্ ভক্তিমানদিগের সম্বন্ধে কথা কি?

৮৯। হরিদাসের তাত্ত্বিকবাক্য-সকল শুনিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু বাহ্যদশা প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় স্তুতিবাক্য বর্জ্জন করিলেন।

অনুভাষ্য

৮৩। রাসপূর্ণিমা-রজনীতে কৃষ্ণবংশীধ্বনিশ্রবণ-হেতু কৃষ্ণ-মিলন-সঙ্গকামা গোপীগণের সৌভাগ্য বর্ণন করিতে করিতে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তনপূর্ব্বক উপদেশ-শিক্ষা প্রদান করিতেছেন,—

হে রাজন্, যতঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) এতৎ [স্থাবরজঙ্গমাদিকমপি প্রাণিমাত্রং বিমুচ্যতে, অতঃ) ভবতা ভগবতি (সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতে) অজে (স্বয়মাবির্ভূতে) যোগেশ্বরেশ্বরে (যোগৈশ্বর্য্যাণামধীশ্বরে পরমে পরমাত্মনি) কৃষ্ণে এবং [মোক্ষদানশক্তৌ] বিস্ময়ঃ ন চ এব কার্য্যঃ।

৮৪। দ্বেষানুবন্ধেন (শত্রুভাবেনাপি) অয়ং ভগবান্ হি দৃষ্টঃ (অবলোকিতঃ), কীর্ত্তিতঃ (বাচা উচ্চারিতঃ), [মনসা] সংস্মৃতঃ চ অখিলসুরাসুরাদিদুর্ল্লভং ফলং (মোক্ষাদিকং) প্রযচ্ছতি, উত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্ (অন্যাভিলাষকর্ম্মজ্ঞানাদ্যভক্তিমার্গত্রয়ত্যাগ-পরাণাং শুদ্ধভক্তানাং) কিং [বক্তব্যম্]?

৮৬-৮৭। মধ্য, ২১শ পঃ ২৫-২৬ ও ভাঃ ১০।১৪।৩৬ দ্রষ্টব্য।

৮৮। গূঢ়লীলা—জীবোদ্ধার-লীলা।

৯০। আদি, ৩য় পঃ ৮৬-৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৫। চৈতন্যমঙ্গলে—শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদি ১৪শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

স্বচিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত অগাধ হরিদাস-
চরিতসিন্ধুর বিন্দুস্পর্শ ঃ—

সব কহা না যায় হরিদাসের চরিত্র।
কেহ কিছু কহে করিতে আপনা পবিত্র ॥ ৯৬ ॥

চৈতন্যভাগবতে অবর্ণিত চরিতাংশেরই বর্ণন-প্রতিজ্ঞা ঃ—

বৃন্দাবনদাস যাহা না কৈলা বর্ণন।
হরিদাসের গুণ কিছু শুন, ভক্তগণ ॥ ৯৭ ॥

বেনাপোলে ঠাকুরকর্ত্তৃক রামচন্দ্রখাঁনের প্রেরিত
বেশ্যার উদ্ধার-বৃত্তান্ত ঃ—

হরিদাস যবে নিজগৃহ ত্যাগ কৈলা।
বেনাপোলের বন-মধ্যে কতদিন রহিলা ॥ ৯৮ ॥
নির্জ্জন-বনে কুটীর করি' তুলসী-সেবন।
রাত্রি-দিনে তিন লক্ষ নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯৯ ॥
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন ॥ ১০০ ॥
সেই দেশাধ্যক্ষ নাম—রামচন্দ্র খাঁন।
বৈষ্ণববিদ্বেষী সেই পাষণ্ড-প্রধান ॥ ১০১ ॥
হরিদাসে লোকে পূজে, সহিতে না পারে।
তাঁ'র অপমান করিতে নানা উপায় করে ॥ ১০২ ॥
কোনপ্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়।
বেশ্যাগণে আনি' করে ছিদ্রের উপায় ॥ ১০৩ ॥
বেশ্যাগণে কহে,—"এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি-সব কর ইহার বৈরাগ্য নাশ ॥" ১০৪ ॥
বেশ্যাগণ-মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সে কহে,—"তিনদিনে হরিব তাঁ'র মতি ॥" ১০৫ ॥
খাঁন কহে,—"মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি' যেন আনে ॥" ১০৬ ॥
বেশ্যা কহে,—"মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয়বারে ধরিতে পাইক লইমু তোমার ॥" ১০৭ ॥
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া।
হরিদাসের বাসায় গেল উল্লসিত হঞা ॥ ১০৮ ॥
তুলসী নমস্করি' হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোসাঞিরে নমস্করি' রহিলা দাণ্ডাঞা ॥ ১০৯ ॥
অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখায় বসিয়া দুয়ারে।
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর স্বরে ॥ ১১০ ॥
"ঠাকুর, তুমি—পরমসুন্দর, প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি' কোন্ নারী ধরিতে পারে মন ?? ১১১ ॥
তোমার সঙ্গম লাগি' লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ ॥" ১১২ ॥
হরিদাস কহে,—"তোমা করিমু অঙ্গীকার।
সংখ্যা-নাম-কীর্ত্তন যাবৎ না সমাপ্ত আমার ॥ ১১৩ ॥
তাবৎ তুমি বসি' শুন নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম-সমাপ্ত হৈলে করিমু যে তোমার মন ॥" ১১৪ ॥
এত শুনি' সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈলা ॥ ১১৫ ॥
প্রাতঃকাল দেখি' বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
সমাচার রামচন্দ্র খাঁনেরে কহিলা ॥ ১১৬ ॥
"আজি আমার সঙ্গ করিবে কহিলা বচনে।
অবশ্য তাহার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে ॥" ১১৭ ॥
আর দিন রাত্রি হৈলে বেশ্যা আইল।
হরিদাস তা'রে বহু আশ্বাস করিল ॥ ১১৮ ॥
"কালি দুঃখ পাইলা, অপরাধ না লইবা মোর।
অবশ্য করিমু আমি তোমায় অঙ্গীকার ॥ ১১৯ ॥
তাবৎ ইঁহা বসি' শুন নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে, পূর্ণ হবে তোমার মন ॥" ১২০ ॥
তুলসীরে তবে বেশ্যা নমস্কার করি'।
দ্বারে বসি' নাম শুনে, বলে—'হরি' 'হরি' ॥ ১২১ ॥
রাত্রি শেষ হৈল, বেশ্যা উসিমিসি করে।
তা'র রীতি দেখি' হরিদাস কহেন তাহারে ॥ ১২২ ॥

ঠাকুর হরিদাসের স্বীয় মহামন্ত্র-দীক্ষা বর্ণন ও দৈক্ষ-ব্রাহ্মণতা ঃ—

"কোটি নামগ্রহণযজ্ঞ করি একমাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি' শেষে ॥ ১২৩ ॥

অনুভাষ্য

৯১। আদি, ৩য় পঃ ৮৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৮। বেনাপোল—ই, বি, আর, লাইনে খুল্না পথে বনগাঁও-জংশনের পর বেনাপোল ষ্টেশন (বর্ত্তমানে বাংলাদেশে); তন্নিকটবর্ত্তী স্থানই 'বেনাপোল'।

১২২। উসিমিসি করে—উসিমিসি অর্থাৎ উস্খুস্ করে অর্থাৎ উঠাবসা করিয়া ব্যস্ত-চঞ্চল বা উতলা হইল।

১২৩। প্রত্যহ তিনলক্ষ তেত্রিশ-সহস্র তিনশত-তেত্রিশের

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৮। বেনাপোল—যশোহর-জেলায় গ্রামবিশেষ।

অনুভাষ্য

উর্দ্ধ সংখ্যা গণনাপূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করিলে এক মাসে এককোটি নাম হয়। এই নামগ্রহণ-যজ্ঞে নামিস্বরূপ ভগবানের উপাসনা হয়। সাধারণ লৌকিক বিশ্বাসে হরিদাস ঠাকুর শৌক্র বা সাবিত্র্য-যজ্ঞাধিকারী বলিয়া পরিচিত না হইলেও নামযজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ায়, বৈদিক একায়নশাখী দৈক্ষব্রাহ্মণরূপে নামযজ্ঞ

আজি সমাপ্ত হবেক, হেন জ্ঞান ছিল ।
সমস্ত রাত্রি নিলুঁ নাম, সমাপ্ত না হৈল ॥ ১২৪ ॥
কালি সমাপ্ত হবে, তবে হবে ব্রতভঙ্গ ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ ॥" ১২৫ ॥
বেশ্যা গিয়া সমাচার খাঁনেরে কহিল ।
আর দিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর-ঠাঞি আইল ॥ ১২৬ ॥
তুলসীরে, ঠাকুরেরে নমস্কার করি' ।
দ্বারে বসি' নাম শুনে, বলে—'হরি' 'হরি' ॥ ১২৭ ॥
"নাম পূর্ণ হবে আজি",—বলে হরিদাস ।
"তবে পূর্ণ করিমু তোমার অভিলাষ ॥" ১২৮ ॥

সাধুসঙ্গে বেশ্যার নির্ব্বেদ এবং ঠাকুরের কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রি শেষ হৈল ।
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি' গেল ॥ ১২৯ ॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুর-চরণে ।
রামচন্দ্র খাঁনের কথা কৈল নিবেদনে ॥ ১৩০ ॥
"বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিয়াছোঁ অপার ।
কৃপা করি' কর মো-অধমে নিস্তার ॥" ১৩১ ॥

ঈশ্বরদ্বেষী খাঁনের প্রতি ঠাকুরের উপেক্ষামূলক-উক্তি ঃ—

ঠাকুর কহে,—"খাঁনের কথা সব আমি জানি ।
অজ্ঞ মূর্খ সেই, তা'রে দুঃখ নাহি মানি ॥ ১৩২ ॥

বেশ্যার প্রতি কৃপোদয় ঃ—

সেইদিন যাইতাম এস্থান ছাড়িয়া ।
তিন দিন রহিলাঙ তোমার লাগিয়া ॥" ১৩৩ ॥

বেশ্যাকর্ত্তৃক স্বীয় উদ্ধার-প্রার্থনা ঃ—

বেশ্যা কহে,—"কৃপা করি' করহ উপদেশ ।
কি মোর কর্ত্তব্য, যাতে যায় ভবক্লেশ ॥" ১৩৪ ॥

বেশ্যাকে সংসার ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে উপদেশ ঃ—

ঠাকুর কহে,—"ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান ।
এই ঘরে আসি' তুমি করহ বিশ্রাম ॥ ১৩৫ ॥

বৈষ্ণবসেবা ও নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন-ফলেই জীবের প্রয়োজন-সিদ্ধি ঃ—

নিরন্তর নাম কর তুলসী-সেবন ।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥" ১৩৬ ॥

বেশ্যাকে মহামন্ত্র-দীক্ষা প্রদান ঃ—

এত বলি' তারে 'নাম' উপদেশ করি' ।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি 'হরি' 'হরি' ॥ ১৩৭ ॥

বেশ্যার গুরুর আজ্ঞা পালন ঃ—

তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল ।
গৃহবিত্ত যেবা ছিল, ব্রাহ্মণেরে দিল ॥ ১৩৮ ॥

গুরুগৃহে বৈরাগ্যের সহিত নিরন্তর নাম-কীর্ত্তন-সেবা ঃ—

মাথা মুড়ি' একবস্ত্রে রহিল সেই ঘরে ।
রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে ॥ ১৩৯ ॥

নামসাধন-ফলে ধৃতি, ইন্দ্রিয়জয় ও সিদ্ধিলাভ বা প্রেমোদয় ঃ—

তুলসী সেবন করে, চর্ব্বণ, উপবাস ।
ইন্দ্রিয়-দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ ॥ ১৪০ ॥

তাঁহার বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা ও গুরুত্ব-লাভ ঃ—

প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হৈল পরম-মহান্তী ।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি ॥ ১৪১ ॥

পাপ হইতে শিষ্যের উদ্ধারলাভ ও অপ্রাকৃত সাধুচরিত্র-দর্শনে গুরুর মাহাত্ম্য-খ্যাতি ঃ—

বেশ্যার চরিত্র দেখি' লোকে চমৎকার ।
হরিদাসের মহিমা কহে করি' নমস্কার ॥ ১৪২ ॥

পাষণ্ড রামচন্দ্র খাঁনের ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধের ফল ঃ—

রামচন্দ্র খাঁন অপরাধ-বীজ কৈল ।
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগেতে ফলিল ॥ ১৪৩ ॥
মহদপরাধে হৈল ফল অদ্ভুত কথন ।
প্রস্তাব পাঞা কহি, শুন, ভক্তগণ ॥ ১৪৪ ॥

অনুভাষ্য

সাধন করেন। ত্রিজ হরিদাস ঠাকুর অপ্রাকৃত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ হইয়া যে নামযজ্ঞ আরম্ভ করেন, সেই নামসম্বন্ধীয় যজ্ঞ সমাপ্তপ্রায় হইয়াছিল, অথচ সমাপ্ত না হইলেও আবার তাঁহার যজ্ঞভঙ্গ হইবে বলিয়া জানাইলেন।

১৩৮। গুরুর—শ্রীহরিদাসের ; গৃহবিত্ত—পাঠান্তরে 'গৃহ-বৃত্তি'-শব্দ ; উহা সঙ্গত নহে, যেহেতু তাহার বৃত্তি অর্থাৎ বেশ্যা-বৃত্তি অবশ্যই ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হয় নাই,বেশ্যাবৃত্তি-সঞ্চিত বিত্তই ব্রাহ্মণকে অর্পিত হইয়াছিল। শিষ্যের সর্ব্বস্ব গুরুদেবের প্রাপ্য হইলেও বৈষ্ণব-গুরু শিষ্যের গৃহবিত্তাদি প্রাকৃত মলসমূহ স্বয়ং গ্রহণ করেন না। যাঁহারা দক্ষিণা গ্রহণ করেন, তাঁহারা দক্ষিণা-মার্গদ্বারা যম-ভবনে নীত হন ; বৈষ্ণবগুরু তাদৃশ যমভবনের যাত্রী নহেন ; তিনি উত্তরা-মার্গের পথিক। তজ্জন্য কর্ম্মি-ব্রাহ্মণা-দিকে প্রাকৃত বৈভবসমূহাদি দিবার ব্যবস্থা আছে। বৈষ্ণবগুরু শিষ্যের হরিবৈমুখ্যজনক ভোগ্য বিষয়-বৈভব স্বয়ং গ্রহণ করিয়া শিষ্যের আনুগত্য বা মুখাপেক্ষা করেন না ; পরন্তু তাদৃশ বৈভবকে হরিবৈমুখ্যজনক জানিয়া উহা অবশ্যই ত্যাগ করেন। শিষ্যকে প্রাকৃত-অভিমান হইতে মুক্ত করা এবং তাহার পরিত্যক্ত প্রাকৃত

অনাদিবহির্ম্মুখ রামচন্দ্রখাঁনের বৈষ্ণবাপরাধ-ফলে
বৈষ্ণববিদ্বেষ-বৃদ্ধি ঃ—

সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খাঁন।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর-সমান ॥ ১৪৫ ॥
বৈষ্ণবধর্ম্ম নিন্দা করে, বৈষ্ণব-অপমান।
বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম ॥ ১৪৬ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর বৃত্তান্ত ঃ—

নিত্যানন্দ-গোসাঞি গৌড়ে যবে আইলা।
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা ॥ ১৪৭ ॥

গৌরসর্ব্বস্ব শ্রীনিত্যানন্দের দ্বিবিধ গৌর-সেবন-কার্য্য ঃ—

প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন।
দুইকার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-চরণে পাষণ্ড রামচন্দ্র-খাঁনের
অপরাধ-বৃত্তান্ত বর্ণন ঃ—

সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে।
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ-উপরে ॥ ১৪৯ ॥
অনেক লোকজন-সঙ্গে অঙ্গন ভরিল।
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল ॥ ১৫০ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে অবমানন ঃ—

সেবক বলে,—"গোসাঞি, মোরে পাঠাইল খাঁন।
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিমু বাসাস্থান ॥ ১৫১ ॥
গোয়ালার গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার।
ইঁহা সঙ্কীর্ণ-স্থল, তোমার মনুষ্য—অপার ॥" ১৫২ ॥

শ্রীনিত্যানন্দের ক্রোধ ঃ—

ভিতরে আছিলা, শুনি' ক্রোধে বাহিরিলা।
অট্ট অট্ট হাসি' গোসাঞি কহিতে লাগিলা ॥ ১৫৩ ॥

শ্রীনিত্যানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী ঃ—

"সত্য কহে,—এই ঘর মোর যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গো-বধ করে, তার যোগ্য হয় ॥" ১৫৪ ॥

সগণ-প্রভুর বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষীর স্থান-পরিত্যাগ ঃ—

এত বলি' ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা।
তারে দণ্ড দিতে সে গ্রামে না রহিলা ॥ ১৫৫ ॥

রামচন্দ্র-খাঁনের চূড়ান্ত পাষণ্ডতা ঃ—

ইঁহা রামচন্দ্র খাঁন সেবকে আজ্ঞা দিল।
গোসাঞি যাঁহা বসিলা, তার মাটী খোদাইল ॥ ১৫৬ ॥
গোময়-জলে লেপিলা সব মন্দির-প্রাঙ্গণ।
তবু রামচন্দ্রের মন না হৈল পরসন্ন ॥ ১৫৭ ॥

বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষের ভীষণ ফল বা শাস্তি-প্রাপ্তি ঃ—

দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র রাজারে না দেয় কর।
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর ॥ ১৫৮ ॥
আসি' সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি' ঘরে মাংস রান্ধিল ॥ ১৫৯ ॥
স্ত্রী-পুত্র-সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর-গ্রাম লুটে তিনদিন রহিয়া ॥ ১৬০ ॥
সেই ঘরে তিনদিন অবধ্য-রন্ধন।
আরদিন সবা লঞা করিলা গমন ॥ ১৬১ ॥
জাতি-ধন-জন খাঁনের সকল লইল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল ॥ ১৬২ ॥

বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষের ফলে দশা বা অবস্থা ঃ—

মহান্তের অপমান যে দেশ-গ্রামে হয়।
এক জনার দোষে সব দেশ উজাড়য় ॥ ১৬৩ ॥

সপ্তগ্রামান্তর্গত চাঁদপুরে অনুগত বলরামাচার্য্যগৃহে
ঠাকুর হরিদাস ঃ—

হরিদাস ঠাকুর চলি' আইলা চান্দপুরে।
আসিয়া রহিলা বলরাম-আচার্য্যের ঘরে ॥ ১৬৪ ॥

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার ও বলরামাচার্য্যের পরিচয় ঃ—

হিরণ্য, গোবর্দ্ধন—মুলুকের মজুমদার।
তার পুরোহিত—'বলরাম' নাম তাঁর ॥ ১৬৫ ॥

অনুভাষ্য

মল স্বয়ং গ্রহণ না করাই সদাচারী বৈষ্ণবগুরুর কর্ত্তব্য,—ঠাকুর হরিদাসের ইহাই শিক্ষা।

১৪৪। প্রস্তাব—প্রসঙ্গ।

১৪৫। ব্রাহ্মণকুলে জাত হইলেও বিষ্ণুপদে অপরাধ-প্রভাবে বিশ্বশ্রবা-তনয় রাবণের 'অসুর'-নাম হইয়াছিল। ভক্তচরণে অপরাধী হইয়া রামচন্দ্র (খাঁনও) 'অসুরসম' বলিয়া সমাজে প্রতিপন্ন হইলেন।

১৪৯। দুর্গা-মণ্ডপ—অবৈষ্ণব সম্ভ্রান্ত-গৃহস্থের বাটীতে যে-স্থলে দুর্গাপূজা হয়, সেই মণ্ডপকে 'চণ্ডীমণ্ডপ' বা 'দুর্গামণ্ডপ'

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৪। চান্দপুরে—সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীতে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের বাটীর পূর্ব্বদিকে 'চাঁদপুর'-গ্রাম ; তথায় তদীয় পুরোহিত বলরাম ও যদুনন্দন-আচার্য্যের ঘর ছিল।

১৬৫। মুলুক—সপ্তগ্রাম-মুলুক (প্রদেশ)।

অনুভাষ্য

কহে ; শারদীয় বা বাসন্তীপূজাকালে দিবসচতুষ্টয় ব্যতীত অন্য সময়ে সেই মণ্ডপ অতিথি ও সাধারণের ব্যবহারে থাকে।

১৬৪। চান্দপুর—হুগলী-জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীর নিকট এই গ্রাম ; কাহারও মতে, পরবর্ত্তিকালে এই গ্রামেরই নাম 'কৃষ্ণপুর' হইয়াছিল।

হরিদাসের কৃপাপাত্র, তাতে ভক্তি মানে।
যত্ন করি' ঠাকুরেরে রাখিলা সেই গ্রামে ॥ ১৬৬ ॥
নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরাম-আচার্য্য-গৃহে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ ॥ ১৬৭ ॥

বাল্যে রঘুনাথদাস গোস্বামীর হরিদাসের সঙ্গ-কৃপা-লাভ ঃ—

রঘুনাথদাস বালক করেন অধ্যয়ন।
হরিদাস-ঠাকুরেরে যাই' করেন দর্শন ॥ ১৬৮ ॥

সাধুর সঙ্গ ও কৃপাফলেই চৈতন্যপ্রাপ্তি ঃ—

হরিদাস-কৃপা করে তাঁহার উপরে।
সেই কৃপা 'কারণ' হৈল চৈতন্য পাইবারে ॥ ১৬৯ ॥

চাঁদপুরে হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের সভায় হরিদাসের বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

তাঁহা যৈছে হৈল হরিদাসের কথন।
ব্যাখ্যান,—অদ্ভুত কথা শুন, ভক্তগণ ॥ ১৭০ ॥

বলরামের প্রার্থনায় একদিন হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের সভায় ঠাকুরের গমন ঃ—

একদিন বলরাম মিনতি করিয়া।
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুরে লঞা ॥ ১৭১ ॥

হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের ঠাকুরকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ঃ—

ঠাকুর দেখি' দুই ভাই কৈলা অভ্যুত্থান।
পায় পড়ি' আসন দিলা করিয়া সম্মান ॥ ১৭২ ॥
অনেক পণ্ডিত সভায়, ব্রাহ্মণ, সজ্জন।
দুই ভাই মহাপণ্ডিত—হিরণ্য, গোবর্দ্ধন ॥ ১৭৩ ॥

হরিদাসের প্রশংসা-শ্রবণে ভ্রাতৃদ্বয়ের সুখ ঃ—

হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে।
শুনিয়া ত' দুই ভাই পাইলা বড় সুখে ॥ ১৭৪ ॥

ঠাকুরকে দেখিয়া পণ্ডিতগণের নামতত্ত্ব-বিচার ঃ—

তিন-লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতগণ ॥ ১৭৫ ॥

সকলের নামাভাসকেই শুদ্ধনাম-জ্ঞান ঃ—

কেহ বলে,—'নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।'
কেহ বলে,—'নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥' ১৭৬ ॥

ঠাকুর-কর্ত্তৃক শুদ্ধনামের ফল-কীর্ত্তন ঃ—

হরিদাস কহেন,—"নামের এই দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥ ১৭৭ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥১৭৮

শুদ্ধনাম ও তৎফল প্রেমোদয়ের মধ্যেই নামাভাস ও তৎফল অনর্থ-নিবৃত্তি অনুস্যূত ঃ—

আনুষঙ্গিক ফল নামের—'মুক্তি', 'পাপনাশ'।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ ॥ ১৭৯ ॥

নামসূর্য্যোদয়ে অজ্ঞানতমোনাশ ঃ—

পদ্যাবলীতে ধৃত শ্রীলক্ষ্মীধরস্বামি-কৃত 'নামকৌমুদী'-শ্লোক—

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল-লোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥ ১৮০ ॥

পণ্ডিতগণের অনুরোধে ঠাকুরকর্ত্তৃক শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—

এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ।"
সবে কহে,—"তুমি কহ অর্থ-বিবরণ ॥" ১৮১ ॥

ঠাকুরের শুদ্ধনাম ও নামাভাস-তত্ত্ব-ব্যাখ্যা ঃ—

হরিদাস কহেন,—"যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয় ॥ ১৮২ ॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ ॥ ১৮৩ ॥

নামের ফলে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ঃ—

ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥ ১৮৪ ॥

অনুভাষ্য

১৬৫। মজুমদার—'মজ্‌মু-আদার'; নবাবী-আমলে রাজস্বের হিসাব-রক্ষক।

১৭৮। আদি, ৭ম পঃ ৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৯। নাম হইতে গৌণভাবে সংসারবন্ধন-মোচন ও সংসারাসক্তিরূপ পাপ-ধ্বংস হয়। নাম-সম্বলিত মন্ত্র-দীক্ষার সংজ্ঞায়—"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।।"—লিখিত আছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, সূর্য্যোদয়ের মুখ্যফল—স্বপ্রকাশ, পরপ্রকাশ, আনন্দাদি ব্যতীত অবান্তর-ফলরূপে অন্ধকার-রাহিত্যও লক্ষিত হয়।

১৮০। জগন্মঙ্গলং (জগতাং মঙ্গলং প্রেমপর্য্যন্তমঙ্গলপ্রদং)

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮০। সূর্য্য যেরূপ উদিত হইয়া তিমির-সমুদ্র নাশ করেন, তদ্রূপ যে হরিনাম একবারও উদিত হইলে সকল লোকের পাপ নাশ করেন, সেই জগন্মঙ্গল হরিনাম জয়যুক্ত হউন।

অনুভাষ্য

হরেঃ নাম (হরিনামপ্রভুঃ) সকৃৎ (বারমেকম্) উদয়াৎ (সেবোন্মুখে ইন্দ্রিয়াদৌ প্রাকট্যেণ কীর্ত্তন-শ্রবণাদ্যনুষ্ঠানাৎ) এব তরণিঃ (সূর্য্যঃ) তিমির-জলধিং (গাঢ়ান্ধকাররাশিম্) ইব (যথা নাশয়তি তথা) সকললোকস্য (সর্ব্বজগতঃ) অখিলম্ অংহঃ (সংসার-হেতুকং পাপং) সংহরৎ (দূরীকুর্ব্বৎ) জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে)।

নামাভাসের ফলেই মুক্তি ঃ—

'মুক্তি' তুচ্ছ-ফল হয় নামাভাস হৈতে ।
যে মুক্তি ভক্ত না লয়, সে কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥"১৮৫॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৬।২।৪৯)—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্ ।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ১৮৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৯।১৩)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥" ১৮৭ ॥

নামে অর্থবাদকারী পাষণ্ড গোপাল-চক্রবর্ত্তীর বৃত্তান্ত ঃ—

'গোপাল-চক্রবর্ত্তী' নাম একজন ।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা-ব্রাহ্মণ ॥ ১৮৮ ॥
গৌড়ে রহি' পাৎসাহা-আগে আরিন্দাগিরি করে ।
বার-লক্ষ মুদ্রা সেই পাৎসাহারে ভরে ॥ ১৮৯ ॥
পরম-সুন্দর, পণ্ডিত, নূতন যৌবন ।
নামাভাসে 'মুক্তি' শুনি' না হইল সহন ॥ ১৯০ ॥

ক্রোধভরে ঠাকুরকে অবজ্ঞোক্তি ঃ—

ক্রুদ্ধ হঞা বলে সেই সরোষ বচন ।
"ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন, পণ্ডিতের গণ ॥ ১৯১ ॥

পাষণ্ডের নামে অর্থবাদ ঃ—

কোটি-জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি' নয় ।
এই কহে,—নামাভাস-মাত্রে সেই 'মুক্তি' হয় ॥" ১৯২॥

ঠাকুরের শাস্ত্রপ্রমাণোদ্ধার ও প্রেমভক্তিপরায়ণের পক্ষে মুক্তির তুচ্ছত্ব-বর্ণন ঃ—

হরিদাস কহেন,—"কেনে করহ সংশয় ?
শাস্ত্রে কহে,—নামাভাস-মাত্রে 'মুক্তি' হয় ॥ ১৯৩ ॥
ভক্তিসুখ-আগে 'মুক্তি' অতি-তুচ্ছ হয় ।
অতএব ভক্তগণ 'মুক্তি' নাহি লয় ॥ ১৯৪ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে ।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥ ১৯৫ ॥

ঠাকুরকে শপথ-প্রদান ঃ—

বিপ্র কহে,—"নামাভাসে যদি 'মুক্তি' নয় ।
তবে তোমার নাক কাটি' করহ নিশ্চয় ॥" ১৯৬ ॥

ঠাকুরের শপথাঙ্গীকার ঃ—

হরিদাস কহেন,—"যদি নামাভাসে 'মুক্তি' নয় ।
তবে আমার নাক কাটিমু,—এই সুনিশ্চয় ॥" ১৯৭ ॥

সভ্যগণের ব্রহ্মবন্ধুকে ধিক্কার-প্রদান ঃ—

শুনি' সভাসদ্ উঠে করি' হাহাকার ।
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার ॥ ১৯৮ ॥

নাস্তিক হেতুবাদি-জ্ঞানে তাহাকে বলরামাচার্য্যের ভর্ৎসনা ও অভিশাপ-দান ঃ—

বলাই পুরোহিত তারে করিলা ভর্ৎসন ।
"ঘট-পটিয়া মূর্খ তুমি, ভক্তি কাঁহা জান ? ১৯৯ ॥
হরিদাস ঠাকুরে তুঞি কৈলি অপমান !
সর্ব্বনাশ হবে তোর, না হবে কল্যাণ ॥" ২০০ ॥

নামে অর্থবাদকারীর সঙ্গ-পরিত্যাগ ঃ—

শুনি' হরিদাস তবে উঠিয়া চলিলা ।
মুজমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা ॥ ২০১ ॥

সভাগণের ঠাকুরের চরণে ক্ষমা-প্রার্থনা ঃ—

সভা-সহিতে হরিদাসের পড়িলা চরণে ।
হরিদাস হাসি' কহে মধুর-বচনে ॥ ২০২ ॥

অদোষদর্শী ঠাকুরের ক্ষমা ঃ—

"তোমা সবার দোষ নাহি, এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ ।
তার দোষ নাহি, তার তর্কনিষ্ঠ মন ॥ ২০৩ ॥

অচিন্ত্যস্বভাব অধোক্ষজ নামপ্রভু—জড়ীয় যুক্তিতর্কাতীত ঃ—

তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব ।
কোথা হৈতে জানিবে সে এই সব তত্ত্ব ?? ২০৪ ॥

কৃষ্ণের নিকট সকলের কুশল-যাচ্ঞা ঃ—

যাহ ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সবার ।
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউক কাহার ॥" ২০৫ ॥

হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের পাষণ্ড ব্রহ্মবন্ধুসঙ্গ-বর্জ্জন ঃ—

তবে সে হিরণ্যদাস নিজ-ঘরে আইল ।
সেই ব্রাহ্মণে নিজ-দ্বার মানা কৈল ॥ ২০৬ ॥

নামে অর্থবাদ ও বৈষ্ণবাবজ্ঞার ভীষণ ফল বা শাস্তি ঃ—

তিন দিন রহি' সেই বিপ্রের 'কুষ্ঠ' হৈল ।
অতি উচ্চ-নাসা তার গলিয়া পড়িল ॥ ২০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৫। শুদ্ধভক্তকে কৃষ্ণ মুক্তি দিতে চাহিলেও তিনি তাহা লন না।

১৮৮। আরিন্দা—তহশীল-সংগ্রহকারী পদাতিক (পত্র ও রাজকর-বাহক পেয়াদা)।

১৯৯। ঘটপটিয়া—ঘট ও পট লইয়া বৃথা তর্ককারী নৈয়ায়িক।

অনুভাষ্য

১৮৬। অন্ত্য ৩য় পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

চম্পক-কলি-সম হস্ত-পদাঙ্গুলি ।
কোঁকড় হইল সব, কুষ্ঠে গেল গলি' ॥ ২০৮ ॥

ঠাকুরের ঐশ্বর্য্যদর্শনে সকলের তাঁহার স্তুতি ঃ—

দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার ।
হরিদাসে প্রশংসি' তাঁরে করে নমস্কার ॥ ২০৯ ॥

ভগবান্ ও ভক্ত অর্থাৎ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের স্বভাব ঃ—

যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইলা ।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইলা ॥ ২১০ ॥
ভক্ত-স্বভাব,—অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে ।
কৃষ্ণ-স্বভাব,—ভক্ত-নিন্দা সহিতে না পারে ॥ ২১১ ॥

ব্রহ্মবন্ধুর ক্লেশশ্রবণে স্থান-ত্যাগ ও শান্তিপুর আগমন ঃ—

বিপ্র-দুঃখ শুনি' হরিদাস মনে দুঃখী হৈলা ।
বলাই-পুরোহিতে কহি' শান্তিপুর আইলা ॥ ২১২ ॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যসহ মিলন ঃ—

আচার্য্যে মিলিয়া কৈলা দণ্ডবৎ প্রণাম ।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি' করিলা সম্মান ॥ ২১৩ ॥

আচার্য্যকর্ত্তৃক ঠাকুরের আনুকূল্য-বিধান ও
গীতা-ভাগবত-কীর্ত্তন ঃ—

গঙ্গাতীরে গোফা করি' নির্জ্জনে তাঁরে দিলা ।
ভাগবত-গীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইলা ॥ ২১৪ ॥

উভয়ের নিত্য কৃষ্ণকথা-সংলাপ ঃ—

আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ ।
দুই জনা মেলি' কৃষ্ণ-কথা-আস্বাদন ॥ ২১৫ ॥

হরিদাসের দৈন্যোক্তি ঃ—

হরিদাস কহে,—"গোসাঞি, করি নিবেদনে ।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ' কোন্ প্রয়োজনে ?? ২১৬ ॥
মহা-মহা বিপ্র এথা কুলীন-সমাজ ।
আমারে আদর কর, না বাসহ লাজ !! ২১৭ ॥
অলৌকিক আচার তোমার, কহিতে পাই ভয় ।
সেই কৃপা করিবা,—যাতে তোমার রক্ষা হয় ॥"২১৮॥

জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিরপেক্ষ
সাত্বত-শাস্ত্র-সম্মত বাক্য ঃ—

আচার্য্য কহেন,—"তুমি না করিহ ভয় ।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয় ॥ ২১৯ ॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন ।'
এত বলি' শ্রাদ্ধপাত্র করাইলা ভোজন ॥ ২২০ ॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অতুলনীয়া জীবে কৃপা ঃ—

জগৎ-নিস্তার লাগি' করেন চিন্তন ।
অবৈষ্ণব-জগৎ কেমনে হইবে মোচন ?? ২২১ ॥

আচার্য্যের কৃষ্ণারাধন ঃ—

কৃষ্ণে অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিলা ।
জল-তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিলা ॥ ২২২ ॥

হরিদাসের নামকীর্ত্তন ঃ—

হরিদাস করে গোফায় নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হবেন,—এই তাঁর মন ॥ ২২৩ ॥

অনুভাষ্য

১৮৭। আদি ৪র্থ পঃ ২০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯৫। আদি ৭ম পঃ ৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১৮। রক্ষা—ব্যবহারিক লোকসমাজরক্ষা বা সামাজিক লজ্জানিন্দাদি হইতে পরিত্রাণ।

২২০। ভক্তিসন্দর্ভে ১৭৭ সংখ্যা-ধৃত গারুড়-বচন,—"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে। সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।। সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণু-ভক্তো বিশিষ্যতে। বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।।"(২৪৭ সংখ্যাধৃত গারুড় বচন—) "ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে। স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ।।" "ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্।।" *

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২০। শ্রাদ্ধপাত্র—শ্রাদ্ধদিবসে গৃহস্থ-বৈষ্ণবদিগের ভগবন্নিবেদনপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার খাদ্য বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার বিধান আছে। অদ্বৈতপ্রভুর সংসারে সেইরূপ শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র (অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণগুরুজ্ঞানে) খাওয়াইলেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

** ভক্তিসন্দর্ভে ১৭৭ সংখ্যায়—'সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক পুরুষ শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ শ্রেষ্ঠ, কোটিসংখ্যক সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ অপেক্ষা একজন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।' ২৪৭ সংখ্যায়—'(ভগবদ্ভক্তের প্রতি বাৎসল্য, পূজাবিষয়ে অনুমোদন, ভগবৎকথা-শ্রবণে প্রীতি, স্বর-নেত্রাদির বিকার, ভগবৎপ্রীতির জন্য নৃত্য, দম্ভ-পরিত্যাগ, স্বয়ং অর্চ্চন এবং বিষ্ণুকে জীবিকা না করা)—এই অষ্টবিধা ভক্তি যে ম্লেচ্ছ-মধ্যেও বর্ত্তমান, সেই ব্যক্তি বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ, পণ্ডিত, জ্ঞানী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন, তাঁহাকে দান করিবে, তাঁহার অবশেষ গ্রহণ করিবে এবং শ্রীহরির ন্যায় তাঁহাকে পূজা করিবে।' 'চতুর্ব্বেদবেত্তা*

উভয়ের আহ্বানে জীবোদ্ধারার্থ কৃষ্ণচৈতন্যাবতার ও নামপ্রেম বিতরণদ্বারা সর্ব্বজগৎ উদ্ধার ঃ—

দুইজনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈলা অবতার।
নাম-প্রেম প্রচার কৈলা জগৎ উদ্ধার ॥ ২২৪ ॥

ঠাকুরের অপ্রাকৃত চরিতবর্ণন ঃ—

আর অলৌকিক এক চরিত্র তাঁহার।
যাহার শ্রবণে লোকে হয় চমৎকার ॥ ২২৫ ॥

শ্রৌতপন্থায় অপ্রাকৃতানুভূতি, তর্কপন্থায় তদসম্ভাবনা ঃ—

তর্ক না করিহ, তর্কাগোচর তাঁর রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি ॥ ২২৬ ॥

ঠাকুর হরিদাস ও মায়াদেবীর উদ্ধার-বৃত্তান্ত বর্ণন ঃ—

একদিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন করেন উচ্চ করিয়া ॥ ২২৭ ॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, দশ দিক্ সুনির্ম্মল।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল ॥ ২২৮ ॥
দ্বারে তুলসী—লেপা-পিণ্ডির উপর।
গোফার শোভা দেখি' লোকের জুড়ায় অন্তর ॥ ২২৯॥
হেনকালে এক নারী অঙ্গনে আইল।
তাঁর অঙ্গকান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হইল ॥ ২৩০ ॥
তাঁর অঙ্গ-গন্ধে দশ দিক্ আমোদিত।
ভূষণ-ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত ॥ ২৩১ ॥
আসিয়া তুলসীরে সেই কৈলা নমস্কার।
তুলসী পরিক্রমা করি' গেলা গোফা-দ্বার ॥ ২৩২ ॥
যোড়-হাতে হরিদাসের বন্দিলা চরণ।
দ্বারে বসি' কহে কিছু মধুর বচন ॥ ২৩৩ ॥

ঠাকুর হরিদাসকে জীবমোহিনী মায়ার পরীক্ষা ঃ—

"জগতের বন্ধু তুমি রূপগুণবান্।
তব সঙ্গ লাগি' মোর এথাকে প্রয়াণ ॥ ২৩৪ ॥
মোরে অঙ্গীকার কর হঞা সদয়।
দীনে দয়া করে,—এই সাধু-স্বভাব হয় ॥" ২৩৫ ॥
এত বলি' নানা-ভাব করয়ে প্রকাশ।
যাহার দর্শনে মুনির হয় ধৈর্য্যনাশ ॥ ২৩৬ ॥
নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর-আশয়।
বলিতে লাগিলা তাঁরে হঞা সদয় ॥ ২৩৭ ॥

ঠাকুর হরিদাসের সংখ্যা-নামকীর্ত্তন-যজ্ঞে দীক্ষা ও নিষ্ঠা ঃ—

"সংখ্যা-নাম-সঙ্কীর্ত্তন—এই 'মহাযজ্ঞ' মন্যে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে ॥ ২৩৮ ॥
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে, না করি অন্যকাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে, হয় দীক্ষার বিশ্রাম ॥ ২৩৯ ॥
দ্বারে বসি' শুন তুমি নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু তব প্রীতি-আচরণ ॥ ২৪০ ॥
এত বলি' করেন তেঁহো নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
সেই নারী বসি' করে শ্রীনাম-শ্রবণ ॥ ২৪১ ॥
কীর্ত্তন করিতে আসি' প্রাতঃকাল হৈল।
প্রাতঃকাল দেখি' নারী উঠিয়া চলিল ॥ ২৪২ ॥

তিনদিন যাবৎ মায়ার কঠোর পরীক্ষা ঃ—

এইমত তিনদিন করে আগমন।
নানা ভাব দেখায়, যাতে ব্রহ্মার হরে মন ॥ ২৪৩ ॥

অদ্বয়জ্ঞান নামপ্রভুর ঐকান্তিক সেবক দ্বিতীয়াভিনিবেশজ-ভোক্তৃভাব-রহিত ঠাকুরের নিকট মায়ার পরাভূতি ঃ—

কৃষ্ণে নামাবিষ্ট-মনা সদা হরিদাস।
অরণ্যে রোদিত হৈল স্ত্রীভাব-প্রকাশ ॥ ২৪৪ ॥
তৃতীয় দিবসের রাত্রি-শেষ যবে হৈল।
ঠাকুরের স্থানে নারী কহিতে লাগিল ॥ ২৪৫ ॥
"তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি' আশ্বাসন।
রাত্রি-দিনে নহে তোমার নাম-সমাপন ॥" ২৪৬ ॥

ঠাকুরের স্বীয় নিয়মানুযায়ী সেবা ঃ—

হরিদাস ঠাকুর কহেন,—"আমি কি করিমু?
নিয়ম করিয়াছি, তাহা কেমনে ছাড়িমু??" ২৪৭ ॥

মায়ার আত্মপরিচয় প্রদান ঃ—

তবে নারী কহে তাঁরে করি' নমস্কার।
"আমি—মায়া, করিতে আইলাঙ পরীক্ষা তোমার ॥২৪৮

স্বীয় পরাভব-স্বীকার ঃ—

ব্রহ্মাদি জীব, আমি সবারে মোহিলুঁ।
একেলা তোমারে আমি মোহিতে নারিলুঁ ॥ ২৪৯ ॥

অনুভাষ্য

২৪৪। হরিদাসের মন হরিনামগ্রহণকালে সর্ব্বদা কৃষ্ণনামাবিষ্ট থাকায় মায়াদেবীর পুরুষাকর্ষিণী কুহকময়ী বদ্ধজীবমোহিনী স্ত্রীভাবমালা বিজন-অরণ্যে রোদনের ন্যায় বিফল হইল।

অনুভাষ্য

২৪৯। আব্রহ্মস্তম্ব অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া দেব-নর-পশু-পক্ষি-তির্য্যগ্ স্থাবরাদি পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর যাবতীয় প্রাণীকেই মায়াদেবী নিজের 'ভোক্তা' এবং আপনাকে 'ভোগ্যা'

কেহ আমার অভক্ত হইলে আমার প্রিয় নহেন, পরন্তু চণ্ডালও ভক্ত হইলে আমার প্রিয়, তাঁহাকে দান করিতে হইবে, তদুচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে হইবে ও তিনি আমার ন্যায়ই পূজ্য।'

ঠাকুরকে প্রশংসা ও স্তুতি ঃ—

মহাভাগবত তুমি,—তোমার দর্শনে।
তোমার কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-শ্রবণে ॥ ২৫০ ॥

ঠাকুরের কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

চিত্ত শুদ্ধ হৈল, চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' কৃপা করহ আমাতে ॥ ২৫১ ॥

অহৈতুককৃপাবতীর্ণ চৈতন্যাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্ত্যনুশীলন ব্যতীত জীব জড়তুল্য ঃ—

চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা ॥ ২৫২ ॥
এ-বন্যায় যে না ভাসে, সেই জীব—ছার।
কোটিকল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার ॥ ২৫৩ ॥

পূর্ব্বে মদনজয়ী শম্ভু হইতে তারকব্রহ্ম রামনাম-প্রাপ্তি ঃ—

পূর্ব্বে আমি 'রামনাম' পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমার সঙ্গে লোভ হৈল 'কৃষ্ণনাম' লৈতে ॥ ২৫৪ ॥

'রামনাম' ও 'কৃষ্ণনাম'-মাহাত্ম্য-বৈশিষ্ট্য ঃ—

মুক্তি-হেতু তারক হয় 'রামনাম'।
'কৃষ্ণনাম' পারক হঞা করে প্রেমদান ॥ ২৫৫ ॥

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রদীক্ষা ও কৃষ্ণপ্রেম-যাচ্ঞা ঃ—

কৃষ্ণনাম দেহ' তুমি মোরে কর ধন্যা।
আমারে ভাসাও তৈছে এই প্রেমবন্যা ॥" ২৫৬ ॥

মায়াদেবীর ঠাকুরকে প্রণিপাত ও ঠাকুরকর্ত্তৃক তাহাকে কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র-দীক্ষা-প্রদান ঃ—

এত বলি' বন্দিলা হরিদাসের চরণ।
হরিদাস কহে,—"কর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ॥" ২৫৭ ॥

মায়ার অন্তর্দ্ধান ঃ—

উপদেশ পাঞা মায়া চলিলা হঞা প্রীত।
এ-সব কথাতে কারো না জন্মে প্রতীত ॥ ২৫৮ ॥

অপ্রাকৃত বিশ্বাসই শ্রেয়ের কারণ ঃ—

প্রতীত করিতে কহি কারণ ইহার।
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সবার ॥ ২৫৯ ॥

কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা চৈতন্যের অবতারে কৃষ্ণপ্রেমলাভার্থ সুর-ঋষি-আদি সকলের নররূপে জন্মগ্রহণ ঃ—

চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া ॥ ২৬০ ॥
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে, প্রেমবন্যায় ভাসে।
নারদ-প্রহ্লাদাদি আসে মনুষ্য-প্রকাশে ॥ ২৬১ ॥

লক্ষ্মীপ্রভৃতিরও নররূপে কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন ঃ—

লক্ষ্মী-আদি করি' কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
নাম-প্রেম আস্বাদিলা মনুষ্যে জন্মিয়া ॥ ২৬২ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণের স্বীয় মাধুর্য্য-প্রেমের আস্বাদন ঃ—

অন্যের কা কথা, আপনে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি' করেন প্রেম-নাম আস্বাদন ॥ ২৬৩ ॥

মায়াদেবীরও কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদনে লোভ ; একমাত্র শুদ্ধনাম ও শুদ্ধকীর্ত্তনকারীর কৃপাতেই কৃষ্ণপ্রেমলাভ ঃ—

মায়া-দাসী 'প্রেম' মাগে,—ইথে কি বিস্ময়?
'সাধুকৃপা'-'নাম' বিনা 'প্রেম' না জন্মায় ॥ ২৬৪ ॥

চৈতন্যাবতারে জগজ্জীবের কৃষ্ণপ্রেমলাভ ঃ—

চৈতন্য-গোসাঞির লীলার এই ত' স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে, গায়, পাঞা প্রেমভাব ॥ ২৬৫ ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণাদি যাবতীয় ঈশতত্ত্ব ও স্থাবর-জঙ্গমাদি জীবের কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রভাবে কৃষ্ণপ্রেম-মত্ততা ঃ—

কৃষ্ণ-আদি, আর যত স্থাবর-জঙ্গমে।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ২৬৬ ॥

শ্রৌতপন্থায় গুরুমুখে গ্রন্থকারের এইসব লীলা-বর্ণন ঃ—

স্বরূপ গোসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল।
রঘুনাথদাস-মুখে যে-সব শুনিল ॥ ২৬৭ ॥

স্বীয় দৈন্যোক্তি ঃ—

সেই সব লীলা কহি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্য-কৃপাতে লিখি ক্ষুদ্রজীব হঞা ॥ ২৬৮ ॥

অনুভাষ্য

বলিয়া উপলব্ধি করাইয়া মোহিত করেন। কিন্তু হরিদাসের হৃদ্‌গত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর কৃষ্ণসেবাময় ভাব কোনপ্রকারেই মায়ার কুহকময় প্রলোভনে বশীভূত হইল না। হরিদাসের ন্যায় সমগ্র শুদ্ধবৈষ্ণবেরই এই বৈদান্তিক ধারণা যে, নিত্যকৃষ্ণভোগ্য শুদ্ধভক্ত কখনই মায়ার ভোক্তা নহেন। তিনি—নিত্য, বৈকুণ্ঠ, অধোক্ষজ, গুণাতীত বা অপ্রাকৃত বস্তু এবং জীব দেহাত্মবুদ্ধি বা বিবর্ত্ত ছাড়িয়া আপনাকে কৃষ্ণদাস বা বৈষ্ণব জানিলেই অর্থাৎ অধোক্ষজ-সেবাফলেই মায়ার বিক্রম বা অনর্থ হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন।

২৫৩। ৪৩,২০,০০০ (তেতাল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার) সৌরবর্ষে এক মহাযুগ ; তাদৃশ সহস্র মহাযুগে এক কল্প ; ইহার কোটিগুণ-পরিমিত কাল।

ইতি অনুভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নামাচার্য্য ঠাকুরের মাহাত্ম্য-শ্রবণে
শুদ্ধভক্তের আনন্দ ঃ—

হরিদাস ঠাকুরের কহিলুঁ মহিমার কণ ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ ॥ ২৬৯ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৭০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-ঠক্কুর-মহিমা-কথনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীসনাতন গোস্বামী মাথুরমণ্ডল হইতে একাকী ঝারিখণ্ডের বনপথে পুরুষোত্তমে আসিলেন। পথে জলের দোষে ও উপবাসের জন্য তাঁহার গাত্রে কণ্ডুরসা হয়। কণ্ডুরসার যাতনায় তিনি মনে করিয়াছিলেন,—'প্রভুর সম্মুখে জগন্নাথের রথচক্রে এই শরীর পরিত্যাগ করিব।' পুরুষোত্তমে আসিয়া তিনি হরিদাসের বাসায় রহিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে দেখিয়া বড় হর্ষান্বিত হইলে, সনাতন গোস্বামী পরে প্রভুকে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির কথা এবং রামচরণ-নিষ্ঠার কথা বলিলেন। একদিন মহাপ্রভু সনাতনকে বলিলেন,—'দেহত্যাগাদি তমো-ধর্ম্ম,—দেহত্যাগের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না ; তুমি এই তমোবুদ্ধি পরিত্যাগ কর। তোমার শরীর আমাকে অর্পণ করিয়াছ, তোমার এ শরীর পরিত্যাগে অধিকার নাই ; তোমার এই শরীরের দ্বারা আমি অনেক ভক্তিশাস্ত্র প্রচার এবং বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিব।' মহাপ্রভু উঠিয়া গেলে হরিদাস ও সনাতনের অনেক কথোপকথন হইল। একদিবস প্রভু সনাতনকে যমেশ্বর-টোটায় ডাকিয়া পাঠাইলে, তিনি সমুদ্রপথে গিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসাক্রমে সনাতন কহিলেন,—'সিংহদ্বার-পথে জগন্নাথ-সেবকেরা গমনাগমন করেন বলিয়া আমি বালুকা-পথে আসিয়াছি ; আমার পায়ে যে ফোস্কা হইয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারি নাই।' সনাতনের ঐ মর্য্যাদা-স্থাপক বাক্য শুনিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন। কণ্ডুরসা প্রভুর গাত্রে লাগিবে বলিয়া তিনি প্রভুর নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতেন, তথাপি প্রভু বল-পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন। ইহাতে সনাতন অসুখী হইয়া জগদানন্দ-পণ্ডিতকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায়, জগদানন্দ তাঁহাকে রথযাত্রার পর বৃন্দাবনে যাইতে উপদেশ দিলেন। মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া জগদানন্দকে কিছু তিরস্কার করিলেন এবং তদপেক্ষা সনাতনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলেন। আরও কহিলেন, 'তুমি শুদ্ধভক্ত, তোমার দেহের ভদ্রাভদ্র বিচার্য্য নয়। বিশেষতঃ আমি—সন্ন্যাসী, আমার সেরূপ বিচার করাই উচিত নয়।' অবশেষে কহিলেন,—'তোমরা আমার লাল্য এবং আমি লালক, অতএব তোমাদের ক্লেদে আমার ঘৃণা নাই।' এই সকল প্রসঙ্গের পর মহাপ্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিলে সনাতনের অঙ্গ হইতে কণ্ডুরসা প্রভৃতি সমস্তই দূরীভূত হইল। সে-বৎসর সনাতনকে ক্ষেত্রে রাখিয়া প্রভু (পরবৎসর তাঁহাকে) শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। সনাতনও সেই আজ্ঞানুসারে বনপথ অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। এদিকে শ্রীরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর চরণ হইতে বিদায় লইয়া, গৌড়দেশে একবৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া, কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ে সকল অর্থ বাঁটিয়া দিয়া, বৃন্দাবনে গিয়া সনাতনের সহিত মিলিত হইলেন। তদনন্তর কবিরাজ গোস্বামী রূপ, সনাতন ও জীবকৃত গ্রন্থসমূহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

সনাতনকে দেহত্যাগসঙ্কল্প হইতে রক্ষাকারী
গৌরসুন্দর ঃ—

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনম্ ।
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া ॥ ১ ॥

সপার্ষদ গৌরের জয়-প্রদান ঃ—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

রূপের পুরী হইতে গৌড়ে গমন, সনাতনের বৃন্দাবন
হইতে পুরীতে আগমন ঃ—

নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা ।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচল আইলা ॥ ৩ ॥

ঝারিখণ্ড-পথে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া পুরীতে আগমন ঃ—

ঝারিখণ্ড-বনপথে আইলা একেলা চলিয়া ।
কভু উপবাস, কভু চর্ব্বণ করিয়া ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। বৃন্দাবন হইতে আগত সনাতনকে শ্রীগৌরচন্দ্র স্নেহক্রমে দেহপাত হইতে উদ্ধার করিয়া পরীক্ষাপূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। শ্রীগৌরঃ (মহাপ্রভুঃ) বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং (কাশী-মিলনানন্তরং ক্ষেত্রমাগতং) শ্রীসনাতনং [প্রভুং] স্নেহাৎ দেহ-পাতাৎ (শরীরনাশাৎ) অবন্ (রক্ষন্) পরীক্ষয়া শুদ্ধং চক্রে।